তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২১৭

**বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বেই সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাবে অদম্য বাংলাদেশ**

 **-- সংসদে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ আষাঢ় ( ২০ জুন):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই সব প্রতিবন্ধকতা জয় করে বিস্ময়কর উন্নতির পথে বাংলাদেশের অদম্য গতিতে এগিয়ে চলা অব্যাহত থাকবে।

আজ সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ অধিবেশনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর নির্ধারিত বক্তৃতায় তিনি বাজেটকে জনবান্ধব এবং কল্যাণমুখী অভিহিত করে বলেন, আগামী বাজেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর অন্যতম হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ ১ লাখ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকায় দেশের প্রায় ১২ কোটি মানুষ সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আসবেন, এর মধ্যে ভাতা পাবেন ২ কোটি মানুষ। এবং এই বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৬ দশমিক ৫৮ শতাংশ, জিডিপির ২ দশমিক ৫২ ভাগ। ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকেই দেশে চালু হবে সর্বজনীন পেনশন স্কিম।

বাজেটের গতানুগতিক সব সমালোচনা নাকচ করে দিয়ে তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডির পেশাই সমালোচনা করা এবং এভাবেই তারা ফান্ড জোগাড় করে। তাদের গতানুগতিক সমালোচনা বাজেট ঘাটতি নিয়ে। অথচ আমাদের বাজেটে ঘাটতি যেখানে ৫ দশমিক ২ শতাংশ সেখানে ভারতের বাজেট ঘাটতি ৫ দশমিক ৯, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬, যুক্তরাজ্যের ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থাৎ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েই শুধু নয়, ভারতের চেয়েও আমাদের বাজেট ঘাটতি কম।

বিএনপি ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবি’র গত পাঁচ বছরের বাজেট সমালোচনাকে পাশাপাশি তুলে ধরেন হাছান মাহমুদ। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ২০১৯ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত টিআইবি বলে এসেছে, প্রস্তাবিত বাজেটে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা নেই। আর বিএনপি বলেছে বাজেট নিয়ে গণমানুষের কোনো আগ্রহ নেই, বাজেট উচ্চাভিলাষী। টিআইবি বরাবর প্রায় একই কথা এবং বিএনপিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কখনো ভাঁওতাবাজির বাজেট, বাস্তবতা বিবর্জিত, কল্পনাবিলাসী, বাস্তবায়ন অযোগ্য এসব বলে এসেছে। অথচ গত ১৪ বছরে তাদের মতে আমাদের 'উচ্চাভিলাষী' বাজেট বাস্তবায়নের হার ৯৭ শতাংশ। করোনা মহামারি না থাকলে ৯৮ শতাংশ হতো।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান বর্ণনা করে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে পঞ্চম এবং ওশানিয়া অঞ্চলে দ্বিতীয়। জাতিসংঘ নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রগতি সাধনকারী শীর্ষ তিন দেশের অন্যতম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্ব গণতন্ত্র সূচকেও গত বছরের তুলনায় দুই ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় ও বিশ্বের ১৬৭ দেশের মধ্যে ৭৩তম। সাইবার সিকিউরিটি সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম, এবং ইসরাইলের মতো দেশকেও পেছনে ফেলে বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান ৩২তম।

চলমান পাতা/২

--০২--

তিনি বলেন, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের রিপোর্ট অনুযায়ী ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স বা অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকেও ভারত (৬০তম) ও পাকিস্তানকে (৫২তম) পেছনে ফেলে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৬তম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্ব সুখী সূচকেও ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ গত বছরে ৭ ধাপ এগিয়েছে। বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৪তম, যেখানে ভারত ১৩৬তম, পাকিস্তান ১২১তম, শ্রীলংকা ১২৭তম।

ড. হাছান এ সময় বাংলাদেশের অগ্রগতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রশংসা করে বিশ্বনেতাদের ও বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন সংস্থার উক্তি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ‘এই নারী একটি শক্তির নাম’ শিরোনাম নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্ব উদাহরণ বাংলাদেশ আশা ও প্রবৃদ্ধির দেশ।

মন্ত্রী বলেন, বিখ্যাত ম্যাগাজিন ফিন্যান্সিয়াল টাইমস ‘হোয়াট বাংলাদেশ ক্যান টিচ আদারস’ শিরোনামে নিবন্ধ ছেপেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সাম্প্রতিক যুক্তরাজ্য সফরকালে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, আমরা আপনাকে বহু বছর ধরে দেখে আসছি। অর্থনৈতিক নেতৃত্বে সফল আপনি আমাদের এবং আমার সন্তানদের জন্য প্রেরণাস্বরূপ। একইভাবে প্রশংসা করেছেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল-আইএমএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রমুখ।

#

আকরাম/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২১৬

**বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল বলেই বাংলাদেশের মানুষ**

**রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে সহজভাবে চর্চা করতে পারছে**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ আষাঢ় ( ২০ জুন):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম হয়েছিল বলেই বাংলাদেশের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে এত সহজভাবে চর্চা করতে পারছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর শাহবাগে বঙ্গবন্ধু আবৃতি পরিষদ আয়োজিত ‘হৃদয়ের দুকূল, রবীন্দ্র নজরুল’ শীর্ষক রবীন্দ্র-নজরুল শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা হলেন।

সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারীর সভাপতিত্বে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক ড. শাহাদাৎ হোসেন নিপু ও কবি আসলাম সানী বক্তব্য রাখেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রবীন্দ্র, নজরুল ও বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির হৃদয়ে চির অম্লান হয়ে থাকবেন।

#

জাহাঙ্গীর/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২১৫

**পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে মার্কিন বায়োটেকনোলজি কোম্পানি ডায়াডিকের প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৬ আষাঢ় ( ২০ জুন):

মার্কিন বায়োটেকনোলজি কোম্পানি ডায়াডিক এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও মার্ক এমালফার্ব (Mark Emalfarb) আজ ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে ডায়াডিকের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ঔষধ কোম্পানি এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভ্যাক্সিন উৎপাদনে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগের বিষয়ে অবহিত করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসময় বলেন, বাংলাদেশের ঔষধ শিল্প সর্বাধুনিক কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের ঔষধ উৎপাদন করছে এবং বিশ্বের অনেক দেশে প্রতিযোগিতামূলক দামে ঔষধ রপ্তানি করছে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশ থেকে অধিকতর ঔষধ নিতে অনুরোধ জানান এবং বলেন কোভিডের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে অনেক মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট নিয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অনেক দেশে অত্যাধিক উৎপাদন ব্যয়ের কারণে ঔষধের মূল্য অনেক বেশি উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ঐসব দেশের বড় বড় কোম্পানি বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পে বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে তুলনামূলক সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি ভ্যাক্সিন উৎপাদনে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের সাথে ডায়াডিকের মতো বিশ্বখ্যাত বায়োটেকনোলজি কোম্পানির সহযোগিতার উদ্যোগের জন্য মার্ক এমালফার্বকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, আগামীকাল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড এবং মার্কিন বায়োটেকনোলজি কোম্পানি ডায়াডিকের মধ্যে ভ্যাক্সিন উৎপাদন বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কথা রয়েছে।

#

মোহসিন/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২২১৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

 **ঢাকা,** ৬ আষাঢ় (২০ জুন):

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৭ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৭৭৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৫৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৭ হাজার ৬৫০ জন।

                                                      #

রাশেদা/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২৩/২১০৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২২১২

**প্লাস্টিকের বস্তায় চাল বিক্রি করায় তিন প্রতিষ্ঠানকে পাট অধিদপ্তরের জরিমানা**

ঢাকা, ৬ আষাঢ় (২০ জুন):

রাজধানীর মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় চটের বস্তার পরিবর্তে প্লাস্টিকের বস্তায় চাল বিক্রি করায় তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ২১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পাট অধিদপ্তর। অভিযানে মেসার্স রিপন রাইস এজেন্সিকে ১০ হাজার টাকা, মেসার্স দি ভুইয়া রাইস এজেন্সিকে ১০ হাজার টাকা এবং মেসার্স খান রাইস এজেন্সিকে ১৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ চৌধুরীপাড়া বাজারে পাট অধিদপ্তরের অভিযানে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ অনুযায়ী ১৯টি পণ্যে পাটের বস্তার সঠিক ব্যবহার, পাটের বস্তার যোগান ও দেশব্যাপী পরিচালিত অভিযানের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে এই জরিমানা করা হয়। একইসঙ্গে মালিবাগ মার্কেটের সকল পাইকারি চাল ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন দোকানে থাকা বিদ্যমান প্লাষ্টিকের বস্তার চাল দ্রুত বিক্রি করার জন্য সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো ব্যবসায়ী প্লাস্টিকের বস্তায় চাল বিক্রি করলে তাদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর ব্যবস্থা নেয়ারও হঁশিয়ারি দেন কর্মকর্তারা। পরবর্তীতে কাওরান বাজারে আইনটি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক প্রচারের নিমিত্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে এবং সকলকে সতর্ক করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ অনুযায়ী যে ১৯টি পণ্যে পাটের বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক রয়েছে, সেসব পণ্যে কেউ যদি প্লাষ্টিকের ব্যবহার করে তাহলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে দেশব্যাপী অভিযান চলছে এবং এসব অভিযান সারাবছর চলবে।

#

সৈকত/পাশা/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৯০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২১৩

**বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে জি-ক্লাউড এ যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ**

 **--- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ আষাঢ় (২০ জুন):

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, আগামী বছরের জুনে বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে জি-ক্লাউড এ যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। তিনি বলেন, ডিজরাপটিভ টেকনোলজি বিষয়ে দেশের মেধাবী তরুণদের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও ফ্রি প্রশিক্ষণ দেবে ওরাকল একাডেমি।

 প্রতিমন্ত্রী আজ আগারগাঁওস্থ আইসিটি বিভাগের সভাকক্ষে সরকারি-বেসরকারি খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে নলেজ পার্টনার হিসেবে ওরাকল বাংলাদেশের সাথে আইসিটি বিভাগের চুক্তি ঘোষণা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 পলক বলেন, দেশে শিল্পবান্ধব প্রযুক্তি ও দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তুলতে ‘ব্লেন্ডেড এডুকেশন টাস্ক ফোর্স, গঠন করা হয়েছে। এর সদস্য হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সকল মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করবে আইসিটি বিভাগ। এছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, সমস্যার সমাধানকারী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই কোডিং শেখানোর পাশাপাশি এআই, মেশিন লার্নিং ও ডেটা অ্যানালিটিক্স শেখাতে উদ্যোগ নেবে আইসিটি বিভাগ।

 আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাভিদ শফিউল্লাহ’র সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে ওরাকল জাপান ও এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট গ্যারেট ইক, ওরাকলের বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুবাবা দৌলা বক্তব্য রাখেন।

 পরে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

 উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে গত বছর ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় মেধাবীদের ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আইসিটি’র মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগকে সাহায্য করার প্রতিমন্ত্রীর স্বারক হস্তান্তর করেন ওরাকলের বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুবাবা দৌলা।

#

শহিদুল/পাশা/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২১১

**বন্যপ্রাণীদের জন্য বেশি করে ফল জাতীয় গাছ লাগাতে বন বিভাগের প্রতি পরিবেশমন্ত্রীর নির্দেশ**

ঢাকা, ৬ আষাঢ় ( ২০ জুন):

বন্যপ্রাণীদের খাদ্যের সংকট দূর করতে অধিক পরিমাণে ফলের গাছ লাগাতে বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন।

মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এটা স্থায়ী কোনো সমাধান নয়, কারণ প্রকল্প শেষ হলে পুনরায় খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। মাদারীপুরের চরমুগুরিয়াসহ যেসব এলাকায় বানর বা অন্য বন্যপ্রাণীর নিয়মিত খাদ্য প্রয়োজন সেখানে বেশি বেশি করে বন্যপ্রাণীর খাবার উপযোগী ফলের গাছ লাগাতে হবে।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় ‘মাদারীপুর জেলার আওতায় বিদ্যমান চরমুগুরিয়া ইকোপার্কের আধুনিকায়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনাকালে সরকারি বাসভবন হতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, হাওড় এলাকায় পুকুর ও বিল পুনঃখনন কাজ যথাসময়ে শেষ করতে হবে। তিনি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার শেখ রাসেল এভিয়ারি ও ইকোপার্ক, কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন এবং  সিলেট বন বিভাগে পুনঃবনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন  প্রকল্পের কাজ গুণগতমান বজায় রেখে করার আহ্বান জানান। মন্ত্রী এ সময় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নীলফামারীর জলঢাকা, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া এবং ভালুকার হবিরবাড়ীতে ইকোপার্ক নির্মাণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব ফাহমিদা খানম, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান, প্রকল্প পরিচালকগণ এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর পূর্বে মন্ত্রী মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এতে ৯ শত উপকারভোগী কৃষকের প্রত্যেককে ১ বিঘা জমির জন্য ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি এবং ১০ কেজি এমওপি সার দেয়া হবে।

#

দীপংকর/পাশা/রাহাত/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২১০

**পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে ২৭ জুন সাধারণ ছুটি ঘোষণা**

ঢাকা, ৬ আষাঢ় ( ২০ জুন):

 আগামী ২৭ জুন মঙ্গলবার পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার।

 জরুরি পরিসেবাসমূহ এই ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ছুটি স্ব স্ব কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে।

 আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

সোনিয়া/পাশা/রাহাত/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৭৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০৯

**একনেক সভায় প্রায় ২৪ হাজার ৩৬২ কোটি ১৪ লাখ টাকার ১৬টি প্রকল্পের অনুমোদন**

ঢাকা, ৬ আষাঢ় (২০ জুন):

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রায় ২৪ হাজার ৩৬২ কোটি ১৪ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত ১৬ টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ১২ হাজার ৮৭৩ কোটি ১১ লাখ টাকা, বৈদেশিক অর্থায়ন ১১ হাজার ৪৭২ কোটি ৮৮ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ১৬ কোটি ১৫ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘সৌর বিদ্যুৎচালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ’ প্রকল্প; অর্থ মন্ত্রণালয়ের ‘বিসিএস (কর) একাডেমির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম পর্যায়)’ প্রকল্প; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ‘জার্মানির বার্লিনে বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ’ প্রকল্প; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ২ টি প্রকল্প যথাক্রমে ‘সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের শাল্লা-জলসুখা সড়কাংশ নির্মাণ’ ও ‘হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পথচারী আন্ডারপাস’ প্রকল্প; রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ‘বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ইশ্বরদী-পার্বতীপুর সেকশনের স্টেশনসমূহের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ’ প্রকল্প; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ‘Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN)’ প্রকল্প; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ‘খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ন’ প্রকল্প; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ‘গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ’ প্রকল্প; এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ৭টি প্রকল্প যথাক্রমে ‘তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর)’ প্রকল্প, ‘Improving Urban Governance and Infrastructure (IUGIP)’ প্রকল্প, ‘রুরাল কানেকটিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরসিআইপি)’ প্রকল্প, ‘চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ’ প্রকল্প, ‘গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মি. দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ’ প্রকল্প; ‘রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ’ প্রকল্প এবং ‘নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন’ প্রকল্প।

পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান; সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের; কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক; বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম এবং ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সিনিয়র সচিব ও সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/পাশা/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৭০২ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০৮

**চাল আমদানির জন্য সরকারের এক ডলারও ব্যয় করতে হবে না**

 **-খাদ্যমন্ত্রী**

কিশোরগঞ্জ, ৬ আষাঢ় **(২০ জুন):**

দেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে। চাল আমদানির জন্য সরকারের এক ডলারও ব্যয় করতে হবে না। দেশে খাদ্যের অভাব নেই। বর্তমানে দেশে সরকারি খাদ্য মজুতের পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ বলে উল্লেখ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউসে চলমান বোরো সংগ্রহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, সরকার কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জুলাই-আগস্টের মধ্যে কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস এর চাল বিতরণ শুরু করবে খাদ্য অধিদপ্তর। জুলাই মাসের শুরু থেকে টিসিবির মাধ্যমেও ৫ কেজি করে চাল বিতরণ শুরু হতে যাচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী।

তিনি বলেন, সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়তে আমাদের অপচয় কমাতে হবে। চাল চকচকে করতে গিয়ে অপচয় হয়। আবার পুষ্টিগুণও নষ্ট হয়।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, হাওর অঞ্চলের কৃষক সচেতন হলে ধানের নায্যমূল্য নিতে পারে। মৌসুমের শুরুতেই তারা জমিতে ধান কেটে সেখানেই মাড়াই করে বিক্রি করে দেন, ঘরে নিতে চান না। এই সুযোগে ধানের দাম কমিয়ে ব্যবসায়ীরা সুযোগ নেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাহায্যে কৃষকের ধানের ময়েশ্চার চেক করে খাদ্য গুদামে আনলে কৃষকের সুবিধা হবে। কর্মকর্তারা ধান ভেজা বলে ফেরত পাঠাতে পারবে না। গুদামে নিয়ে ধান আবার ফেরত নিতে হলে কৃষক সরকারি গুদামে দান দিতে আগ্রহ হারায়। এসময় মন্ত্রী ধান দিতে এসে কোনো কৃষক যেন কষ্ট না পায় সেটা নিশ্চিত করতে খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষিতে আমাদের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। কৃষক বেশি বেশি ধান উৎপাদন করে আমাদের স্বস্তিতে রেখেছে। আমাদের খাদ্য সংকট নেই।

অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসন ও খাদ্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাণ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামাল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/শামীম/২০২৩/১৫২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০৭

**নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আগামী দিনের 'শোকেস' মন্ত্রণালয়ে পরিণত হতে যাচ্ছে**

 **-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

**ঢাকা,** ৬ আষাঢ় **(২০ জুন) :**

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় চলতি অর্থবছরের ৩৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। মাতারবাড়ি সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম বন্দরের বে-টার্মিনাল, মোংলা বন্দরে আপগ্রেডেশন, পায়রা বন্দরের পুরোপুরি দৃশ্যমান হওয়া, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে চারটি জাহাজ সংগ্রহ, স্থলবন্দরগুলোর উন্নয়নসহ মেরিটাইম সেক্টরে অনেক উন্নয়ন হবে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আগামী তিন বছরের মধ্যে অনন্য উচ্চতায় চলে যাবে। এ মন্ত্রণালয় সরকারের আগামী দিনের ‘শোকেস’ মন্ত্রণালয়ে পরিণত হতে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। তিনি ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত ১১টি দপ্তর ও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল এবং দপ্তর ও সংস্থার পক্ষে এর প্রধানগণ এপিএতে স্বাক্ষর করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রীর ফোন করা প্রমাণ করে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের কোন অবস্থানে আছেন তিনি। সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বিভিন্ন দেশ নৌ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থায় বিনিয়োগ করেছে এবং করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অধিনস্ত দপ্তর ও সংস্থার উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধু চুক্তি সই নয়, সেগুলো বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম সোহায়েল, মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মোঃ সেকেন্দার আলী খান এবং অফিস সহায়ক জিসান আহমেদ সানি শুদ্ধাচার পুরস্কার পায়।

#

জাহাঙ্গীর/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/শামীম/২০২৩/১৪৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০৬

**ফসল উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দশ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

**ঢাকা,** ৬ আষাঢ় **(২০ জুন) :**

কৃষিমন্ত্রী  ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্বস্বীকৃত। বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের শীর্ষ দশ দেশের তালিকায় উঠে এসেছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা একটি প্রতিবেদনে বলেছে, চাল, আলু, আম, সবজিসহ ২২টি কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন শীর্ষ দেশের একটি। কিন্তু অপার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিপণ্য রপ্তানিতে আমরা অনেকটা পিছিয়ে আছি।

 আজ রাজধানীর গুলশানের হোটেল আমারির বলরুমে নেদারল্যান্ডস দূতাবাস আয়োজিত বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডসের কৃষি বাণিজ্য মিশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 চারটি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষিখাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমরা কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এবং সেচ ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এসব খাতে নেদারল্যান্ডসের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও বিনিয়োগ প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের অবকাঠামো ও সরকারি সুযোগ-সুবিধার বিস্তারিত তুলে ধরে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য এ খাতগুলো খুবই সম্ভাবনাময় এবং তা লাভজনক হবে। দেশে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রির সভাপতি নাসের এজাজ বিজয়, নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স থিজ উডস্ট্রা, নেদারল্যান্ডসের এগ্রি ট্রেড মিশনের প্রধান উইস ভ্যান লিউভেন, নেদারল্যান্ডসের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দূত ফ্রেডেরিক ভসেনার বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে কৃষি ও ডেইরি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে এ মিশন কাজ করবে। তিন দিনব্যাপী এই মিশনে নেদারল্যান্ডসের ৯টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বিশেষজ্ঞ ও কৃষিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় করে বিনিয়োগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো সনাক্ত করবেন।

#

কামরুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৫১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০৫

**বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎসব ভাতার** **সরকারি অংশের ৮টি চেক হস্তান্তর**

**ঢাকা,** ৬ আষাঢ় **(২০ জুন) :**

 বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীগণের ঈদুল আযহা ২০২৩ এর উৎসব ভাতা’র সরকারি অংশের ৮টি চেক অনুদান বণ্টনকারী অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান কার্যালয় এবং জনতা ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের স্থানীয় কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আগামী ২৬ জুন উক্ত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলো থেকে উৎসব ভাতা’র সরকারি অংশ উত্তোলন করা যাবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছে।

#

বিপুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১১৪৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০৪

**বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৬ আষাঢ় ( ২০ জুন):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০২৩’ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশ নৌবাহিনী দিবসটি উদ্‌যাপনের আয়োজন করায় আমি এর সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘Hydrography- Underpinning the Digital Twin of the Ocean’, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি যা বর্তমান সরকারের ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ ধারণার সমার্থক।

নিরাপদ নৌ চলাচল নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে হাইড্রোগ্রাফির তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। ‘বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস- ২০২৩’ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকাণ্ড ও সমুদ্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক দেশের জনগণের সামনে সহজভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে দেশের সমুদ্র এলাকা ও সমুদ্রসম্পদ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি ‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস্ এন্ড মেরিটাইম জোনস্ এ্যাক্ট-১৯৭৪’ প্রণয়ন করেন, যা ছিল আমাদের সমুদ্র এলাকার ওপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এরই ধারাবাহিকতায়, আওয়ামী লীগ সরকার ২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সামুদ্রিক বিরোধ মিটিয়ে বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার ওপর বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। ২০২১ সালে আমরা ‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস্ এন্ড মেরিটাইম জোনস্ এ্যাক্ট-১৯৭৪’ কে সংশোধন ও হালনাগাদ করি। বঙ্গোপসাগরের সুবিশাল নতুন এই সমুদ্র এলাকা এবং এর অযুত সম্পদ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করেছে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি গড়ে তোলার প্রয়াসে বর্তমান সরকার সুনীল অর্থনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছে।

সমুদ্র তলদেশের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভিস নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ২০১০ সালে যুক্তরাজ্য থেকে নৌবাহিনীর জন্য প্রথম হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে জাহাজ সংগ্রহ করি। ২০২০ সালে দেশীয় প্রযুক্তিতে স্থানীয়ভাবে তৈরি আরো দুইটি কোস্টাল সার্ভে জাহাজ নৌবাহিনীতে কমিশন লাভ করে। এছাড়া নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াসে যুগোপযোগী প্রযুক্তি, জাহাজ, এয়ারক্র্যাফট, ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ভেসেল সংযুক্ত করাসহ ফোর্সেস গোল ২০৩০ বাস্তবায়ন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। নৌবাহিনীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকাণ্ড ও প্রশিক্ষণের মান আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত। আমরা সমুদ্র ও হাইড্রোগ্রাফির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে নেতৃত্বশীল ভূমিকা রেখে চলেছি। আমার প্রত্যাশা, দেশের সীমিত সম্পদ ও কষ্টার্জিত অর্থকে কাজে লাগিয়ে নৌসদস্যগণ মাতৃভূমির জন্য সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করে যাবেন। সুনীল অর্থনীতিকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে হাইড্রোগ্রাফি পেশার সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানাই।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুনীল অর্থনীতির সকল সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত করতে সক্ষম হব।

আমি ‘বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

নুরএলাহি/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/কলি/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০৩

**বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা,** ৬ আষাঢ় **(২০ জুন) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আন্তঃমহাদেশীয় নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌবাণিজ্য নিশ্চিতকরণের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।

 ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমুদ্র এলাকায় সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য ‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস্ এন্ড মেরিটাইম জোনস্ অ্যাক্ট - ১৯৭৪’ প্রণয়ন করেন। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সরকার সমুদ্র এবং সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতির ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আইনগতভাবে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বিশাল সমুদ্র এলাকার ওপর আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আয়তনে প্রায় দেশের মূল ভূখণ্ডের সমান এই বিশাল সমুদ্র এলাকা প্রাকৃতিক সম্পদের এক অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র।

 বাণিজ্যের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান খাদ্য, সম্পদ এবং শক্তির চাহিদা পূরণে সমুদ্রের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। সমুদ্র সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সমুদ্রমুখী শিক্ষা এবং সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যথাযথ বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি সচেতন জনসাধারণকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। সরকারের গৃহীত বহুবিধ কর্মপরিকল্পনা এবং সমুদ্রভিত্তিক দক্ষ জনবল তৈরির মাধ্যমে এ দেশের সুনীল অর্থনীতি সংক্রান্ত কার্যক্রম পূর্বের চেয়ে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সমুদ্রকে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে জানা ও ফলিত জ্ঞানের প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

 জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব দেশ বিপদগ্রস্ত তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। নৌবাণিজ্য ছাড়াও সমুদ্র ও সামুদ্রিক পরিবেশ মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যের অপ্রতুলতা থাকায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সঠিক নীতি নির্ধারণ করা একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। আমি আশা করি নৌপরিবহন ও ব্লু-ইকোনমিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষায় হাইড্রোগ্রাফি সার্ভিস কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

 আমি ‘বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১১৪৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ